

JOY OF FREEDOM

Once the workers of the world take over parliaments by electing a majority of socialist MPs (actually Socialist delegates) mandated to pronounce: **Annulment of all property and territorial rights whereby all that is on and in the Earth becomes the common heritage of the whole humanity**, just imagine how great will be the massive popular impact of this revolutionary event all over the world.

People will not just remain sitting beside televisions at home simply watching the results; instead they will take to the streets and terraces in a gigantic delightful mood to celebrate this emancipatory historical occasion whereby the centuries-long hope of socialism is being materialized. Parliaments will actually be surrounded by workers from all walks of life, including the members of the armed forces as members of the working class, and others, even from some enlightened members of so far adversaries as well, joining them. Not hundreds, nor thousands, nor even hundreds of thousands, but millions will gather to voice support and join hands to make their own history with their victorious delegates and to enjoy the JOY OF FREEDOM forever from the clutch of the age-old class division of society.

The world will see a new humanity without alienation and competition, and the budding of humanity's full potential of cooperation. Will there be anybody to oppose this earth-shaking occurrence that relegates to the past class-divided pre-history by initiating the real universal human history in the making? In all probability there will be none. Yet, for argument's sake, if there were to be any at all, will those brainwashed recalcitrant brutalized ruffians be able to face up to this human uprising the world over? Any rebellion would be appropriately dealt with by the winning workers having the necessary political power and command at their disposal.

This momentous change will abolish the government over people and usher humanity into the realm of freedom by reorganizing the global community into a three-tier participatory democratic organizational system – local, regional and global to administer things and the affairs of life.

স্বাধীনতার আনন্দ

একবার যখন বিশ্বের শ্রমিকরা পার্লামেন্টগুলি হাতে নেবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সোসালিস্ট এম পি-দের (প্রকৃতপক্ষে সোসালিস্ট ডেলিগেটদের) এই হুকুম দিয়ে পাঠিয়ে যে তারা ঘোষণা করবে : সমস্ত সম্পত্তিগত এবং রাষ্ট্রাধীন অধিকার খারিজ হল যার দ্বারা পৃথিবীর উপরে এবং ভিতরে বিদ্যমান সবকিছুই বর্তাচ্ছে সমগ্র মানবসমাজের সর্বজনীন ঐতিহ্যে , ঠিকঠাক অনুমান করুন তখন কেমন উত্তাল হয়ে উঠবে সমগ্র দুনিয়াব্যাপী এই বৈপ্লবিক ঘটনার ব্যাপক জনপ্রিয় প্রভাব।

জনগণ কেবলমাত্র ঘরের ভিতরে টেলিভিশনের সামনে ফলাফল দেখতে বসে থাকবে না; তার পরিবর্তে তারা সুবিপুল আনন্দময় মেজাজে বেরিয়ে আসবে রাস্তায় রাস্তায় এবং চতরে চতরে এই

বন্ধনমুক্ত ঐতিহাসিক উপলক্ষে যাতে করে সমাজতন্ত্রের জন্য যে শতাব্দী-দীর্ঘ আশা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা উদযাপন করতে। পার্লামেন্টগুলি প্রকৃতপক্ষে পরিবেষ্টিত হয়ে উঠবে জীবনের সমস্ত পেশার শ্রমিকদের, সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সদস্য হিসেবে সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের, এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণে, এমনকি সেপর্যন্ত বিপক্ষে থাকা সমাজের আলোকপ্রাপ্ত সদস্যদের বেশ কিছু অংশও মিলিত হবে তাদের সঙ্গে। শয়ে শয়ে নয়, নয় হাজারে হাজারে, নয় এমনকি শত শত হাজারেও, লক্ষ লক্ষ ছাড়িয়ে মানুষেরা সমবেত হবে তাদের সমর্থনের ঘোষণা ধরিয়ে তুলতে আর হাতে হাতে মিলিয়ে তাদের প্রেরিত বিজয়ী প্রতিনিধিদের সাথে তাদের নিজেদের ইতিহাস সৃষ্টি করতে আর সমাজের যুগযুগবাহিত শ্রেণী বিভাজনের কজা থেকে চিরকালের জন্য স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করতে।

দুনিয়া দেখবে এক নতুন মনুষ্যজাতি - বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিযোগিতা রহিত, আর সহযোগিতার পরিপূর্ণ সম্ভাবনার স্ফুটনোন্মুখ পর্যায়। এই দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা যা সর্বজনীন মানবীয় ইতিহাস পত্তন করে নিরাপদে নির্বাসিত করবে অতীতের শ্রেণীবিভক্ত প্রাক-ইতিহাসকে, তার বিরোধিতা করতে কেউ কি থাকবে তখনও? সমস্ত সম্ভাবনা বলে দিচ্ছে কেউই থাকবেনা। তবুও, তর্কের খাতিরে, সেখানে নেহাত যদি কেউ কেউ থেকেই থাকে, তো সেই মগজধোলাই হওয়া, বিরূপ, পশুত্বপ্রাপ্ত, অত্যাচারী লোকেরা পারবে কি এই জগৎজোড়া মানবীয় অভ্যুত্থানের সামনে দাঁড়াতে? যেকোনো বিদ্রোহ বিজয়ী শ্রমিকরা তাদের আয়ত্বাধীন রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অনুশাসন কাজে লাগিয়ে যথাযথভাবে মোকাবিলা করবে।

এই চকিত গুরুত্বপূর্ণ যুগপরিবর্তন জনগণের উপর থেকে সরকারকে বাতিল করবে আর মানবজাতিকে নিয়ে যাবে স্বাধীনতার জগতে - বিশ্বসমাজকে পুনর্গঠন করবে তিন স্তরের অংশগ্রাহী গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক প্রণালীতে - স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্বীয় পর্যায়ে জিনিসপত্র ও জীবনের বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা চালাতে।